NTRCA Lecturer and Assistant Teacher Subject Wise Notes

HSC 2nd Paper 2nd Chapter

পোল্ট্রি পালন

- আধুনিক পোল্ট্রি শব্দের উৎপত্তি যে শব্দ থেকে- পোওল।
- Aves শ্রেণির প্রাণীকে বলা হয়- পাখি।
- ৮-১৮ সপ্তাহ বয়সের মোরগ মুরগিকে বলা হয়- গ্রোয়িংচিক।
- এক বছরের কম বয়সের বাড়ন্ত বয়সের মোরগকে বলা হয়- ককরেল।
- এক বছরের কম বয়সের স্ত্রী মুরগিকে বলা হয়- পুলেট।
- অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে খাসি করা মোরগকে বলা হয়- কেপন।
- ডিম পাড়া মুরগিকে বলে- লেয়ার।
- এক বছরের কম বয়সের হাঁসকে বলে ডাকলিং।
- মুরগির নবজাতক বাচ্চা হলো- বেবি চিক।
- লেয়ার মুরগি ডিম দেওয়া শুরু করে ৫ মাস বয়সে।
- ব্রয়লার মুরগি বিক্রয়ের উপযোগী হয়- ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে।
- ব্রয়লারের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা- ২:১।
- পোল্ট্রি খাতকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়- ১৯৯৪ সালে।
- একটি দেশি মুরগি বছরে ডিম দেয়- ৪০-৫০টি।
- বছরে একজন মানুষের ডিম প্রয়োজন- ২৫০-৩০০টি।
- বাংলাদেশে প্রতি বছরে একজন লোক গড়ে ডিম খায়- মাত্র ৪১টি।
- উন্নত জাতের একটি মুরগি বছরে ডিম দেয়- ২০০-৩০০টি।
- উন্নত জাতের মুরগির একটি ডিমের ওজন- ৬০-৭০ গ্রাম।
- অতি সম্প্রতি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে- হাঁস-মুরগির খামারকে।
- ৫০০টি মুরগি থেকে বছরে জৈব সার পাওয়া যায়- ১২-১৫ টন।
- মানুষের মাথাপিছু দৈনিক মাংস দরকার- ১২০ গ্রাম।
- উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে মুরগির জাতগুলোকে ভাগ করা যায়- ৩ ভাগে।
- উৎপত্তি স্থানের ওপর ভিত্তি করে মুরগির জাতকে ভাগ করা হয়- ৪ শ্রেণিতে।
- মোরগ লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত জাত- আসিল।
- প্লাইমাউথ রক জাতের মুরগির উপজাত আছে-৭টি।
- ফাউমি জাতের মুরগির উৎপত্তি হলো- মিশর।
- অস্ট্রালর্প, কর্নিশ জাতের মুরগির শ্রেণি হলো- ইংলিশ।
- কর্নিশ জাতের মুরগির আসল নাম হলো- ইন্ডিয়ান গেম।
- সুসজ্জিত পালকের জন্য বিখ্যাত মুরগি হলো- কোচিন।
- প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ রাজ হাঁসকে বলে- গ্যান্ডার।
- পাখায় পালক গজায়নি এমন কবুতরের নাম- স্কোয়াব।
- বাংলাদেশে পালিত হাঁসের মধ্যে দেশি হাঁস হলো- শতকরা ৯৫ ভাগ।
- দেশি হাঁস বছরে ডিম দেয়- ৮০-১০০টি।
- গৃহপালিত হাঁসের মোট প্রকার হলো- ২২ টি।
- বুনো হাঁসের গোষ্ঠীর নাম হলো- ম্যালার্ড।
- ইন্ডিয়ান রানারের উৎপত্তি হলো- ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া।
- মিসেস ক্যাম্পবেল খাঁকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁস আবিষ্কার করেন-১৯০১ সালে।
- বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার জন্য উপযোগী হাঁস হলো- জিনডিং।
- টলুউস জাতের রাজহাঁসের উৎপত্তি স্থান হলো- ফ্রান্স।

fb:@krisishikkha.com

- রাজহাঁসের বছরে ডিম উৎপাদনক্ষমতা হলো- ২০-৩০টি।
- কবুতর জাতকে প্রধানত ভাগ করা হয়- ২ ভাগে।
- পৃথিবীতে মোট কবুতর আছে- ৬০০ জাতের।
- গোলা জাতের কবুতরের উৎপত্তিস্থল হলো- ভারতীয় উপমহাদেশ।
- আকাশে ডিগবাজী খাওয়া কবুতরের জাত হলো- টাম্বলার।
- লোটন কবুতরকে বলা হয়- রোলিং কবুতর।
- মাটিতে ডিগবাজী খাওয়া কবুতর হলো- লোটন।
- সিরাজী কবুতরের উৎপত্তিস্থল হলো- লাহোর।
- লেজের পালক পাখার মত মেলে দিতে পারে- ফ্যানটেইল কবুতর
- মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত কবুতর- গোলা।
- পাখা গজায়নি এমন কবুতর ছানাকে বলে- স্কোয়াব।
- যে স্থানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ন্যূনতম সংখ্যক হাঁস-মুরগির বাসস্থান, খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা হয় তাকে বলা হয়- খামার।
- আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে খামার স্থাপন ও পরিচালনা করলে তাকে বলা হয়- বাণিজ্যিক খামার।
- পারিবারিকভাবে ব্যবহারের জন্য ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী কিছু সংখ্যক হাঁস-মুরগি পালন করলে তাকে বলা হয়- ভরণ-পোষণিক খামার।
- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে যে খামারে পোল্ট্রি পালন করা হয় তাকে বলা হয়- পোল্ট্রি খামার।
- কোন খামারের সফলতা নির্ভর করে- পরিকল্পনা, মূলধন ও উপকরণের ব্যবস্থাপনার ওপর।
- খামারের স্থায়ী খরচকে বলা হয়- মূলধন ব্যয়।
- জমির মূল্য, মুরগির বাসস্থান, অফিস, গুদাম শ্রমিকের ঘর ইত্যাদি খরচ হলো- স্থায়ী খরচ।
- খামারের দৈনন্দিন যেসব খরচ হয় তাকে বলে- আবর্তক বা চলমান খরচ।
- মুরগির সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পূর্বশর্ত হলো- আদর্শ ঘর।
- লেয়ার খামারে মুরগি উৎপাদনে আসে বাচ্চা উঠানোর- ২০০ সপ্তাহ পর।
- একটি লেয়ার মুরগির জন্য জায়গা প্রয়োজন- ১ বর্গফুট।
- মুরগির বাচ্চাকে তাপ দেওয়ার ঘরকে বলা হয়- ব্রুডার হাউজ।
- এক মিটার ব্যাসের ব্রুডারের নিচে বাচ্চা রাখা যাবে- ২০০-২৫০টি।
- প্রতি ২০০টি লেয়ারের বাচ্চার জন্য জায়গা লাগবে- ১৮ বর্গমিটার।
- লেয়ারের জন্য তৈরি লিটারের পুরুত্ব হবে- ১.৫-২ ইঞ্চি।
- প্রতিদিন পূর্ণবয়স্ক একটি ব্রয়লার মুরগিকে খাদ্য দিতে হবে- ১১ ১২০ গ্রাম।
- ব্রয়লারের বিক্রি উপযোগী বয়স হলো- ৫ সপ্তাহ।
- লেয়ার খামারে প্রতিদিন কমপক্ষে ডিম সংগ্রহ করতে হবে- ২-৩ বার-।
- ডিম ফুটানোর অতি পুরাতন পদ্ধতি হলো- প্রাকৃতিক পদ্ধতি।
- ডিম অনুর্বর হয় ভিটামিন- ডি এর অভাবে।
- মুরগির ঝাঁকে হালকা জাতের ক্ষেত্রে মুরগি ও মোরগের অনুপাত হবে-১০:১।
- মুরগির বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিমের ওজন হতে হবে- ৫০-৫৫ গ্রাম।
- ফুটানোর জন্য ডিম শীতকালে সংরক্ষণ করা যাবে না- ৭ থেকে ১০ দিনের বেশি।
- ডিম সংরক্ষণের আদর্শ তাপমাত্রা হলো- ১০° সে.
- মুরগির ডিম ফুটার হার বেশি হয় যদি সংরক্ষণের আপেক্ষিক আর্দ্রতা হয়- ৫৮% থেকে ৬০%।
- ইনকিউবেটরে ডিম ফুটানোর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা রাখতে হবে- ৩৮০ থেকে ৩৯° সেলসিয়াস।

fb@krisishikkha.com

- ইনকিউবেটর যন্ত্রে একসাথে ফুটানো যায়- ৪০০-৫০০ টি ডিম।
- ব্রুডার হাউজে তাপ দেওয়া হয়- ১ থেকে ২১ দিনের বাচ্চাকে।
- উদ্দেশ্য ও প্রকারের ভিত্তিতে মুরগি পালন করা হয়-২ ভাবে।
- মুরগি পালনের সর্বাপেক্ষা পুরানো পদ্ধতি হলো- মুক্ত পালন পদ্ধতি।
- মুক্ত পালন পদ্ধতিতে সাধারণত পালন করা হয়- দেশি মুরগি।
- অর্ধমুক্ত পালনে প্রতিটি মুরগির জন্য ঘরের মেঝেতে জায়গা প্রয়োজন-৩-৪ বর্গফুট।
- দেশি ও মিশ্র লেয়ার মুরগি পালন করা হয়- অর্ধমুক্ত পালন পদ্ধতিতে।
- আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালনকে ভাগ করা হয়- ২ ভাগে।
- ডিপ লিটার পদ্ধতিতে লিটারের পুরুত্ব থাকে- ১৫ সেমি।
- ডিপ লিটারে একটি মুরগির জন্য লিটার থাকা উচিত- ৫ বর্গফুট।
- ডিপ লিটার পদ্ধতিতে বর্ষাকালে লিটারের পুরুত্ব - ৮ ইঞ্চি।
- খাঁচায় পালিত মুরগিতে ঘাটতি হয়- ভিটামিন 'বি' এর।
- শরীরে তাপ উৎপাদন ও শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে-শর্করা।
- দেহের পেশি গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে- আমিষ।
- হাঁস-মুরগির খাবারে শর্করা জাতীয় উপাদান থাকতে হবে- ৭০-৮০%।
- হলদে ভুট্টায় বেশি থাকে- ভিটামিন 'এ'।
- শুষ্ক রক্তচূর্ণতে আমিষের পরিমাণ – ৭৫%-৮০%।
- চিনাবাদামের খৈলে আমিষের পরিমাণ-৪৬.৫%।
- মুরগির খাদ্য প্রস্তুতে শস্যজাত আমিষ যোগ করতে হবে- ৮-১৫%।
- মুরগির সুষম খাদ্যে খনিজ মিশ্রণের পরিমাণ- শতকরা ২-৯ ভাগ।
- হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্যে ডালচূর্ণ মেশাতে হবে- শতকরা ৫ ভাগ।
- শুঁটকি মাছের গুঁড়ায় আমিষ থাকে- শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ।
- যে সমস্ত রোগ মুরগির দেহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোকে বলা হয়- সংক্রামক রোগ।
- মুরগির সবচেয়ে মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ হলো- রানীক্ষেত রোগ।
- ৪-৬ দিন বয়সের মুরগির বাচ্চাকে দেওয়া হয়- BCRDV টিকা।
- বি.সি.আর.ডি.ভি টিকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মেয়াদকাল- বাচ্চার ২ মাস বয়স পর্যন্ত।
- RDV টিকা মুরগিকে দিতে হয়- ৪ মাস পর পর।
- মুরগির এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য দায়ী সাবটাইপ হলো- H_3 ও H4
- মুরগির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ হলো- কলেরা।
- মুরগির রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়- রক্ত আমাশয় রোগে।
- মুরগির রাতকানা রোগ হয়- ভিটামিন 'এ' এর অভাবে।
- মুরগির পলিনিউরিটিস রোগ হয়- থায়ামিনের অভাবে।
- বছরে একটি কোয়েল ডিম দেয়- ২৯০-৩০০টি।
- কোয়েল বাঁচে সাধারনত- ৩-৪ বছর।
- একটি মুরগি পালনের সমান জায়গায় কোয়েল পালন করা যায়- ৮-১০টি।
- কোয়েলের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা হলো-৩: ১।
- কোয়েল ডিম দেয়- ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে।
- কোয়েলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে- ১৭ থেকে ১৮ দিন।

fb@krisishikkha.com

- কোয়েলের পালক সম্পূর্ণভাবে গজাতে সময় লাগে- ৪ সপ্তাহ।
- কোয়েল পাখির আদি নিবাস- জাপান।
- কোয়েলের বাচ্চাকে কৃত্রিম তাপ দেওয়া হয়- ১৪ দিন পর্যন্ত।
- কোয়েল পালনের জন্য অধিক সুবিধাজনক পদ্ধতি হলো-খাঁচা পদ্ধতি।
- (১২০×৬০×২৫) ঘন সেমি বিশিষ্ট খাঁচায় কোয়েল পালন করা যাবে- ৫০টি।
- পূর্ণবয়স্ক কোয়েলকে প্রতিদিন খাবার দিতে হবে- ২০-২৫ গ্রাম। বয়স্ক কোয়েলের খাদ্যে আমিষ আবশ্যক- ২২%।
- বয়স্ক কোয়েলের প্রতি কেজি খাদ্যে শক্তি থাকা আবশ্যক- ২৭০০ কিলোক্যালরি।
- ডিমপাড়া কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ক্যালসিয়াম থাকতে হবে-২.৫-৩.৫%।
- কোয়েলের ককসিডিওসিস রোগ প্রতিরোধে খাওয়াতে হবে- কক্সিনিল ২০।
- কোয়েলের আলসারেটিভ এন্টারিটিস রোগের ওষুধ- স্ট্রেপটোমাইসিন।
- বাংলাদেশে সাধারণত হাঁস পালন করা হয়- চার ভাবে।
- খাঁচায় হাঁস পালন পদ্ধতিতে প্রতিটি বাচ্চার জন্য জায়গা প্রয়োজন-০.০৯ বর্গমিটার।
- মুক্ত অবস্থায় সর্বোচ্চ হাঁস পালন করা যায়-২০০০ টি।
- ভাসমান পদ্ধতিতে ১২০০ বর্গমিটার পুকুরের উপর মাচা করে হাঁস পালন করা যাবে- ১২০টি।
- বাড়ন্ত ও পূর্ণবয়স্ক হাঁস একত্রে পালন পদ্ধতিকে বলা হয়- হারডিং পদ্ধতি।
- হারডিং পদ্ধতিতে ডিম উৎপাদনের হার হলো- ৪৫-৪৮%।
- ল্যানটিং পদ্ধতিতে একটি ঝাঁকে হাঁস পালন করা যায়- ১০০-২০০টি।
- ল্যানটিং পদ্ধতিতে ডিম উৎপাদনক্ষমতা হলো- ৯০ শতাংশ।
- মুরগির তুলনায় হাঁস ডিম বেশি পাড়ে- ৪০ থেকে ৪৫টি।
- মুরগির ডিমের চেয়ে হাঁসের ডিমের ওজন বেশি হয়- ১৫-২০ গ্রাম।
- হাঁসের ডাক প্লেগ রোগের কারণ- ভাইরাস।
- হাঁসের চোখ ফুলে উঠে, ভেজা থাকে এবং পুঁজ পড়ে- ডাক প্লেগ রোগে।
- হাঁসের প্লেগ ভ্যাকসিন দেওয়ার সময়- অষ্টম সপ্তাহ।
- Pasteurella multocida নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়- ডাক কলেরা রোগ।
- হাঁসের কলেরা রোগ হয়- ৪ সপ্তাহ বয়সে।
- ডাক কলেরা রোগের প্রথম ভ্যাকিসন দেওয়া হয়- ৪ সপ্তাহ বয়সে।
- আফলা-টক্সিকোসিস রোগের জীবাণু হলো- Aspergillus flavus.
- হাঁসের আফলা-টক্সিকোসিস রোগ প্রতিরোধে খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে- বর্ষাকালের শেষে।
- ডাক ভাইরাল হেপাটাইসিস রোগ প্রতিরোধে হাঁসের বাচ্চাকে বয়স্ক হাঁস হতে পৃথক রাখতে হবে- তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত।
- হাঁসের প্লেগ রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়- বুকের মাংসে।
- শান্তির প্রতীক হলো- কবুতর।
- কবুতরকে বলা হয়- বাহক পাখি।
- একজোড়া কবুতর থেকে বছরে বাচ্চা পাওয়া যায়- ১০-১২ জোড়া।
- কবুতরের বাচ্চা খাবার উপযোগী হয়- ৪ সপ্তাহে।
- কবুতর ডিম দেয়- ৫-৬ মাস বয়সে।
- কবুতরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে সময় লাগে- ১৮দিন।

fb.@krisishikkha.com

- কবুতরের জীবনকাল- ১২-১৫ বছর।
- কবুতরের বাচ্চা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে খাওয়ার উপযোগী হয়-২৬-২৮ দিনে।
- কবুতরের বাচ্চার চোখের পাতা বন্ধ থাকে- প্রথম ৪-৫ দিন।
- কবুতরের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা- ১০৭° ফা.।
- খামারির আবাসস্থল হতে কবুতরের ঘরের দূরত্ব হওয়া উচিত- ২০০-৩০০ ফুট।
- একটি খামারের জন্য আদর্শ কবুতর হলো- ৩০-৪০ জোড়া।
- প্রতিজোড়ায় ছোট আকারের কবুতরের ক্ষেত্রে খোপের আয়তন। হবে-(৩০ × ৩০ × ২০) ঘন সেমি।
- প্রতিজোড়া বড় আকারের কবুতরের ক্ষেত্রে খোপের আকার হবে-(৫০ x ৫৫ × ৩০) ঘন সেমি।
- মাটি হতে কবুতরের ঘরের উচ্চতা হতে হবে- ৮ ফুট।
- প্রতিটি কবুতর দৈনিক দানাদার খাদ্য খেয়ে থাকে- ৩৫-৬০ গ্রাম।
- কবুতরের খাবারে আমিষ থাকা প্রয়োজন- ১৫%-১৬%।
- কবুতরের বাচ্চা নিজের ঠোঁট দিয়ে কোনো খাদ্য দানা গ্রহণ করতে পারে না- ২৮ দিন পর্যন্ত।
- কবুতরের বাচ্চার পাখা গজায়- ২৮ দিন পর।
- স্কোয়াবকে পিজিয়ন মিল্ক মিশ্রিত খাদ্য খাওয়াতে হবে- ১৪ দিন পর্যন্ত।
- কবুতরের পালকবিহীন স্থানে ফোস্কা হয়- বসন্ত রোগে।
- কবুতরের বসন্ত রোগে টিকা দেওয়া হয়- ৪ সপ্তাহ বয়সে।
- কবুতরের কলেরা রোগে খাওয়াতে হবে- টেরামাইসিন ক্যাপসুল।
- কবুতর রক্তমিশ্রিত পায়খানা করে- ককসিডিওসিস বা রক্ত আমাশয় রোগে।
- কবুতরের রক্ত আমাশয়ে খাওয়াতে হবে- এমবাজিন জাতীয় ওষুধ।
- কবুতরের কৃমি দেখা দিলে টিকা দিতে হবে- প্রতি ৩ মাস পরপর।
- কবুতরের সবুজ ডায়রিয়া হয়- রানীক্ষেত রোগে।
- রানীক্ষেত রোগে মৃত টিকা দেওয়া হয়- চামড়ার নিচে বা মাংসপেশিতে।
- কবুতরের অপুষ্টিজনিত রোগ হলে খাওয়াতে হবে- নিওফ্লক্সিন ৫০০ মিলি।-
- কবুতরের ডিম 'পাড়া কমে যায় ও ডিমের আকৃতি অস্বাভাবিক হয়- ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে।

ভাইভার জন্য পড়ুন

প্রশ্ন-১. পোল্ট্রি কী?
উত্তর: যে সকল পাখিকে ডিম ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে খাবার ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোসহ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উপায়ে লালন-পালন করা হয় সেগুলোই পোল্ট্রি।

প্রশ্ন-২. অবচয় খরচ কী?
উত্তর: যখন স্থায়ী মূলধন অর্থাৎ ব্রয়লারের ঘর, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর ইত্যাদি উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তখন এসব মূলধনের ব্যবজারজনিত ক্ষয়কে টাকায় রূপান্তর করা হয়। এই খরচই হলো অবচয় খরচ।

প্রশ্ন-৩, স্ট্রেইন কাকে বলে?
উত্তর: বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রজননকারী দ্বারা ন্যূনতম ৫টি বংশ পরম্পরায় আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন প্রজাতিকে স্ট্রেইন বলে।

প্রশ্ন-৪. আবর্তক ব্যয় কী?
উত্তর: পোল্ট্রি খামারে বাচ্চা ক্রয় থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে সকল খরচ হয় (খাবার ক্রয়, বেতন-ভাতা, বিদ্যুৎ খরচ, ওষুধ, টিকা ও আনুষাঙ্গিক ব্যয়) তাকে আবর্তক ব্যয় বলে।

প্রশ্ন-৫. পোল্ট্রি খামার কাকে বলে?
উত্তর: বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে যেখানে কাম্য সংখ্যক পোল্ট্রির বাসস্থান, খাদ্য সরবরাহ, জৈব নিরাপত্তা, চিকিৎসা,

fb@krisishikkha.com

উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হয় তাকে পোল্ট্রি খামার বলে।

প্রশ্ন-৬. স্ট্রেইনরান চিক কাকে বলে?
উত্তর: এক দিনের পুরুষ কিংবা স্ত্রী মুরগির বাচ্চা যা এখনো আলাদা করা হয়নি তাকে স্ট্রেইনরান চিক বলে।।

প্রশ্ন-৭. খাঁকি ক্যাম্পবেল কী?
উত্তর: খাঁকি ক্যাম্পবেল একটি বিদেশি উন্নত জাতের হাঁস।

প্রশ্ন-৮. পুলেট কী?
উত্তর: পুলেট হলো প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন ২০/২২ সপ্তাহ বয়সের মুরগি যাকে এখনো মোরগের সংস্পর্শে দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন ৯. ব্রাহমা কী?
উত্তর: ব্রাহমা হলো অধিক মাংস উৎপাদনকারী উন্নত জাতের মোরগ ব্য মুরগি।

প্রশ্ন-১০, জিনডিং কী?
উত্তর: ডিম উৎপাদনে হাঁসের একটি জনপ্রিয় জাত হলো জিনডিং।

প্রশ্ন-১১. অধিক ডিম উৎপাদনকারী একটি হাঁসের জাতের নাম লেখো।
উত্তর: অধিক ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের একটি জাত হলো খাকি ক্যাম্পবেল

প্রশ্ন-১২. খাঁকি ক্যাম্পবেল কী?
উত্তর: খাঁকি ক্যাম্পবেল একটি বিদেশি উন্নত জাতের হাঁস।

প্রশ্ন-১৩. হাঁস কোন শিল্পের অন্তর্গত?
উত্তর: হাঁস পোল্ট্রি শিল্পের অন্তর্গত।

প্রশ্ন-১৪. অধিক ডিম উৎপাদনকারী একটি মুরগির জাতের নাম লেখো।
উত্তর: অধিক ডিম উৎপাদনকারী মুরগির একটি জাত হলো লেগহর্ণ।

প্রশ্ন-১৫. লেয়ার কী?
উত্তর: লেয়ার হলো অধিক ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে পালন করা মুরগি।

প্রশ্ন-১৬. গ্রোয়িং চিক কাকে বলে?
উত্তর: ৮ থেকে ১৮ সপ্তাহ বয়সের মোরগ-মুরগিকে গ্রোয়িং চিক বলে।

প্রশ্ন-১৭. লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী হাঁসের জাত কোনটি?
উত্তর: লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী হাঁসের জাত হলো জিনডিং।

প্রশ্ন-১৮. ব্রয়লার কী?
উত্তর: অল্প সময়ে বেশি পরিমাণে ও নরম মাংস উৎপাদনকারী ৬-৮ সপ্তাহ বয়সের মুরগি হলো ব্রয়লার।

প্রশ্ন-১৯. বেবি চিক কাকে বলে?
উত্তর: মুরগির নবজাত বাচ্চা বা ছানাকে বেবি চিক বলে।

প্রশ্ন-২০. ককরেল কাকে বলে?
উত্তর: প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন এক বছরের কম বয়সের মোরগকে ককরেল বলে।

প্রশ্ন-২১. খুজলিং কী।
উত্তর: এক বছরের নিচের বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী রাজধীসের বাচ্চাকে বলে গুজলিং।

প্রশ্ন-২২. মুরগির উপজাত কাকে বলে?
উত্তর: পালকের রঙ ও ঝুঁটির ধরণের ওপর ভিত্তি করে মুরগির জাতকে যে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাদেরকে উপজাত বলে।

প্রশ্ন-২৩. আমাদের দেশে আবহাওয়া উপযোগী আমেরিকান শ্রেণিভুক্ত মুরগির জাত কোনটি?
উত্তর: আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী আমেরিকান শ্রেণিকৃত মুরগির জাত হলো ফাউমি।

প্রশ্ন-২৪, জাত কাকে বলে?
উত্তর: জাত হলো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্য যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই এবং এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় সমানভাবে বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন-২৫. মুরগির বাম্বল ফুট কাকে বলে
উত্তর: খাচার তারের সাথে মুরগির অনবরত ঘর্ষণের ফলে পায়ের নিচে ফুলে যায় এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়, এ অবস্থাকে বাম্বল ফুট বলে।

fb:@krisishikkha.com

প্রশ্ন-২৬. দ্বৈত জাত কাকে বলে?
উত্তর: পোল্ট্রির যে সকল জাত মাংস ও ডিম উভয় উৎপাদনের জন্য পালন করা হয় তাকে দ্বৈত জাত বলে।

প্রশ্ন-২৭. প্রি-লেয়ার কাকে বলে?
উত্তর: সাধারণত ১৮-২০ অথবা ১৮-২২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মুরগিকে প্রি-লেয়ার বলে।

প্রশ্ন-২৮. ডে ওল্ড চিক কী?
উত্তর: একদিন বয়সের হাঁস-মুরগির বাচ্চাই হলো ডে ওল্ড চিক।

প্রশ্ন-২৯. খামারের স্থায়ী খরচ কাকে বলে?
উত্তর: খামারে বাচ্চা তোলার আগে জমি, মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, বুডার যন্ত্র, খাদ্যের পাত্র, পানির ড্রাম ও বালতি ইত্যাদি ক্রয়ের বাবদ যেসব খরচ হয় তাকে খামারের স্থায়ী খরচ বলে।

প্রশ্ন-৩০. ডেপ্রিসিয়েশন কী?
উত্তর: খামার পরিচালনার সময় মূলধনের সুদ, অবকাঠামোগত, যন্ত্রপাতি। ও আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ খরচকে ডেপ্রিসিয়েশন বলে।

প্রশ্ন-৩১. বুডার হাউজ কী?
উত্তর: ১-২১ দিন বয়সের মুরগির বাচ্চাকে তাপ দেওয়ার ঘরই হলো। ব্রডার হাউল।

প্রশ্ন-৩২, কুঁচে মুরগি কী?
উত্তর: যে সকল মুরগির ডিমে তা দেয়ার প্রবণতা আছে এবং যেগুলো দিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মুরগির ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানো হয়। সেগুলোই হলো কুঁচে মুরগি।

প্রশ্ন-৩৩. অনুর্বর ডিম কী?
উত্তর: যে সকল ডিম থেকে বাচ্চা জন্ম নেয় না সেগুলোই অনুর্বর ডিম।

প্রশ্ন-৩৪. ইনকিউবেটর কী?
উত্তর: ইনকিউবেটর (Incubator) হলো বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত যন্ত্র যেখানে কৃত্রিম উপায়ে উপযুক্ত তাপের (কেরোসিন ইনকিউবেটরে ডিম বসানোর প্রথম দুই সপ্তাহে ৩৮.৩০-৩৯.৫° সে., তৃতীয় সপ্তাহে ৩৮.৬০ সে. এবং বৈদ্যুতিক ইনকিউবেটরে প্রথম ১৮ দিন ৩৭.৫° সে. ও পরবর্তী ৩দিন ৩৭০ সে.) ব্যবস্থা করে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হয়।

প্রশ্ন-৩৫. ক্যান্ডলিং কাকে বলে?
উত্তর: আলোতে ডিমের ভ্রূণের উপস্থিতি পরীক্ষা করাকে ব্যব বলে।

প্রশ্ন-৩৬, ব্রুডিং কী?
উত্তর: বুভার হাউজে ১-২১ দিন পর্যন্ত বাচ্চাকে তাপ দেওয়াকে ব্রুডিং বলে।

প্রশ্ন-৩৭, হ্যাচিং কী?
উত্তর: ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর প্রক্রিয়াই হলো হ্যাচিং।

প্রশ্ন-৩৮, ডিম সংরক্ষণের আদেশ তাপমাত্রা কত?
উত্তর: ডিম সংরক্ষণের আদর্শ তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস।

প্রশ্ন-৩৮, লিটার কী?
উত্তর: সাধারণত ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়া, বালি, ছাই, আখের ছোলা ধান বা গমের খড়ের ছোট ছোট টুকরা ইত্যাদি ঘরের মেঝেতে বিজয় মুরগির জন্য যে আরামদায়ক বিছানা তৈরি করা হয়, তাকে লিটার বদে

প্রশ্ন-৪০, BCRDV কী?
উত্তর: BCRDV হলো মুরগির রানীক্ষেত রোগের টিকা বা প্রতিষেধক। ৭ দিন ও ২১ দিন বয়সের মুরগির চোখে ১ ফোঁটা করে দিতে হয়।

প্রশ্ন-৪১. সম্পূরক খাদ্য কী?
উত্তর: কোনো প্রাণীর যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়ায় জন প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে খাদ্য সরবরাহ করা য তাই হলো সম্পূরক খাদ্য।

প্রশ্ন-৪২, ডিপলিটার কী?
উত্তর: ডিম পাড়া মুরগি পালনের জন্য ঘরের মেঝেতে কাঠের গুঁড়া, তুষ খড়, শুকনো ঘাস ইত্যাদি দিয়ে ২৫-২৩ সেমি পুরু করে যে লিটার য বিছানা বানানো হয় তাকে ডিপলিটার বলে।

প্রশ্ন-৪৩, গামবোরো কী?
উত্তর: গামবোরো হলো মুরগির ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক রোগ যা 'মুরগির AIDS' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৪৪. মুরগির জৈব নিরাপত্তা কী?

fb@krisishikkha.com

উত্তর: হাঁস-মুরগিকে রোগ-বালাইসহ বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে খামারকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিই হলো জৈব নিরাপত্তা।

প্রশ্ন-৪৫. ফিউমিগেশন কী?
উত্তর: যে পদ্ধতিতে মুরগির ঘরকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ধোঁয়া দেওয়া হয় সেই পদ্ধতিই হলো ফিউমিগেশন।

প্রশ্ন-৪৬, টিকা কী?
উত্তর: রোগ যাতে না হতে পারে সেজন্য প্রদানকৃত প্রতিষেধক হলো টিকা।

প্রশ্ন-৪৭, কীসের দ্বারা কোয়েলের কলিসেপসিমিয়া রোগ হয়?
উত্তর: ইসকেরিশিয়া কোলাই নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কলিসেপসিমিয়া রোগ হয়।

প্রশ্ন-৪৮, কোয়েল কী?
উত্তর: কোয়েল এক প্রকার ছোট গৃহপালিত পাখি যা ডিম ও মাংসের জন্য পালন করা হয়।

প্রশ্ন-৪৯, হারডিং পদ্ধতি কী?
উত্তর: দলবণ্যভাবে উন্মুক্ত স্বস্থানে স্থানান্তর পদ্ধতিতে হাঁস পালন করাকে হারডিং পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-৫০. হাঁসের ডাক প্লেগ রোগের কারণ কী?
উত্তর: হাঁসের ডাক প্লেগ রোগের কারণ হলো ডাক প্লেগ ভাইরাসের আক্রমণ।

প্রশ্ন-৫১. স্কোয়াব কী?
উত্তর: কবুতরের বাচ্চাকে (৪ সপ্তাহের কম বয়স) স্কোয়াব (squab) বলে।

প্রশ্ন-৫২. বাহক পাখি কাকে বলে?
উত্তর: প্রাচীনকালে কবুতরের মাধ্যমে পত্র আদান-প্রদান করা হতো বলে একে বাহক পাখি বলে।

fb.@krisishikkha.com